যায়যায়দিন

তারিখ ...29.. AUG 2007...
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৪.....

এইচএসসি উত্তীর্ণ প্রায় এক লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে না কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে

হাবিবুর রহমান

এবার এইচএসসি পাস করা প্রায় এক লাখ ছাত্রছাত্রী তাদের কাঙ্ক্ষিত উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। রেকর্ড সংখ্যক শিক্ষার্থী এবারের এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় এ শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সীমিত হওয়ার কারণে প্রতি বছর এ ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের। যারা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে তাদের একটি সীমিত অংশ ভর্তি হতে পারবে প্রতিষ্ঠিত পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে। একটি বড় অংশ যারা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীন বিভিন্ন কলেজ থেকে অনার্স-মাস্টার্সে ভর্তি হবে তারা মানসম্মত শিক্ষা পাবে কি না তা নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছেন ওইসব কলেজের শিক্ষকরাই। এদিকে এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করার মুহূর্তে দেশের সব পাবলিক ইউনিভার্সিটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে। ফলে মেধাবীদের উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে গেছে। সঠিক সময়ে ভর্তি পরীক্ষা না হলে পিছিয়ে পড়তে হবে তাদের।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান বুরোর হিসাব মতে, দেশে সরকারি, বেসরকারি ইউনিভার্সিটি, বুয়েট, মেডিকাল, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন উচ্চ

এবার পাস করেছে পৌনে তিন লাখ। এর সঙ্গে যোগ হবে গতবারের ৫০ হাজার

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ১ হাজার ৪০০। এসব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় দুই লাখ আসন রয়েছে। এর মধ্যে ২৭টি পাবলিক ইউনিভার্সিটি (ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিসহ) অনার্সে ৭৬ হাজার ৯০০, ৫২টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে প্রায় ২০ হাজার, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীনে ১ হাজার ৬৯টি কলেজে ডিগ্রি লেভেলে ৮৭ হাজার ১০০ আসন রয়েছে। ৬১টি অনার্স কলেজে সাড়ে ৫৫ হাজার আসন রয়েছে। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ছাড়া ২৬টি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে আসন রয়েছে ১৯ হাজার ৪০০টি। ১৪টি সরকারি মেডিকাল কলেজে আসন রয়েছে ১ হাজার ৮৫০। বুয়েটে রয়েছে ৮১০টি। এ ২২ হাজার ৫০০ সিটের প্রতি মূলত শিক্ষার্থীদের নজর। এছাড়া লেদার টেকনলজি, টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটসহ বেশ কিছু কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার আসন রয়েছে। সরকার ডিগ্রি কোর্স তিন বছর করায় অনেক শিক্ষার্থী ডিগ্রিতে ভর্তি হতে চায় না। ফলে প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়তে হয় অনার্স লেভেলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে।

গত রবিবার এইচএসসির রেজাল্ট বের হয়েছে। এবার সাতটি বোর্ড থেকে পাস করেছে ২ লাখ ৭৭ হাজার ৫২৩ জন। এদের মধ্যে পৃ ১৫ ›› ক ১

এইচএসসি উত্তীর্ণ প্রায় এক লাখ শিক্ষার্থী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০ হাজার ২০৫ জন। চলতি বছর সাত শিক্ষা বোর্ডে উত্তীর্ণদের মধ্যে জিপিএ পয়েন্ট ৪ থেকে ৫-এর নিচে পেয়েছে ৫৯ হাজার ১৫২ জন। জিপিএ ৩.৫ থেকে ৪-এর নিচে প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৬ হাজার ৪৩৮ জন। জিপিএ ৩ থেকে ৩.৫-এর নিচে পেয়েছে ৬২ হাজার ১০২ জন। জিপিএ ২ থেকে ৩-এর নিচে প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৮ হাজার ৩১০। জিপিএ-১ থেকে ২-এর নিচে পেয়েছে ১১ হাজার ৫১৬ জন। এর সঙ্গে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে পাস করা ৩৮ হাজার আলিম শিক্ষার্থীও উচ্চ শিক্ষায় এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিপরীত চিত্রও দেখা যায়। হাতেগোনা চার-পাচটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। মেধাবী শিক্ষার্থীরা এসব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ওপর ছাত্রছাত্রীদের আস্থা নেই। এগুলোতে পড়াশোনা করা ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় পারতপক্ষে ওইসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে চায় না।

ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দেশের উচ্চ শিক্ষায় বিশেষ অবদান রাখলে এসব কলেজের শিক্ষার মান সম্পর্কে রয়েছে নানা প্রশ্ন। এইচএসসিসহ বিভিন্ন পর্যায়ে সাড়ে ছয় লাখ ছাত্রছাত্রীর জন্য এসব প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র সাড়ে ১২ হাজার। রাজধানীর ঢাকা কলেজ, মিরপুর বাংলা কলেজসহ বেশ কয়েকটি নামিদামি কলেজেও প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। বিভাগীয় বা জেলা পর্যায়ের কলেজগুলোর অবস্থা আরো নাজুক।

প্রার্থী ও আসনের হিসাবের পার্থক্যই শুধু নয়, সমস্যা আরো রয়েছে। এবার প্রায় পৌনে তিন লাখ শিক্ষার্থী এইচএসসি পাস করেছে। তাদের সঙ্গে গতবারের আরো প্রায় ৫০ হাজার এইচএসসি পাস করা ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে।

ইউজিসির একটি সূত্রে জানা গেছে, চাহিদার কথা মাথায় রেখে আগামী ২০ বছরের মধ্যে দেশে নতুন ২৮টি পাবলিক ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে ইউজিসি। এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হতে আরো ২০ বছর সময় দরকার। কিন্তু এখনকার চাহিদা অনুযায়ী ভর্তি হতে না পারা প্রায় লাখখানেক শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কি হবে- এ চিন্তায় শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও গবেষকসহ সব মহল উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।